

দাওয়াহ প্র্যাক্টিক্যাল:

নিজে জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাও এবং অন্যকে বাচাও

ইঞ্জি: খন্দকার মারদুছ



দাওয়াতের নমুনাঃ

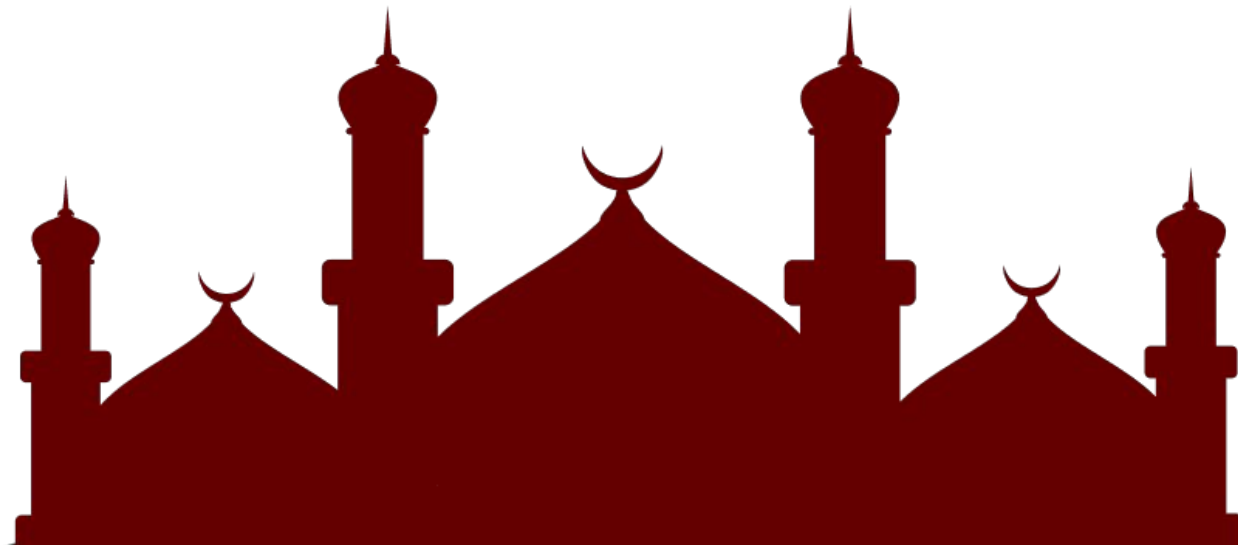
দাওয়াত খুব সহজ। আল্লাহর বড়ত্বের কথা বলা, তাওহীদ আখেরাত রিসালাতের কথা বলাটাই বড় দাওয়াত। দাওয়াতের জন্য অনেক বড় বক্তা হওয়া জরুরী নয় বা আলেম হওয়াও জরুরী নয়। সহজ সরল দাওয়াত যে কেউ দিতে পারে।

দাওয়াত শুরু হবে আল্লাহর বড়ত্ব দিয়ে। আর এটাই হলো তাওহীদ।
এর রিসালাতের দাওয়াত হতে পারে। এরপর হতে পারে আখেরাতের দাওয়াত। তবে দাওয়াত পরিস্থিতি বুঝে দাওয়াতের পদ্ধতিও পরিবর্তনত হবে।
দাওয়াত যত বেশি দেওয়া হবে তত বেশি হেকমত খুলবে। দাওয়াত দেওয়া সহজ হবে।



পার্ট-০১

মুসলমানদের দাওয়াত দেওয়ার নমুনা পদ্ধতি



মনে করেন আপনি একজন অপরিচিত লোকের কাছে দাওয়াত নিয়ে গেলেন।

ধাপ-১: মোসাফাহ , সালাম ও পরিচয়

আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মারছূছ, ভাই আপনার নাম কি?
(নাম শুনে আপনি বুঝতে পারবেন তিনি হিন্দু না মুসলমান)

এই ধাপে কিছু প্রাসঙ্গিক কথাঃ

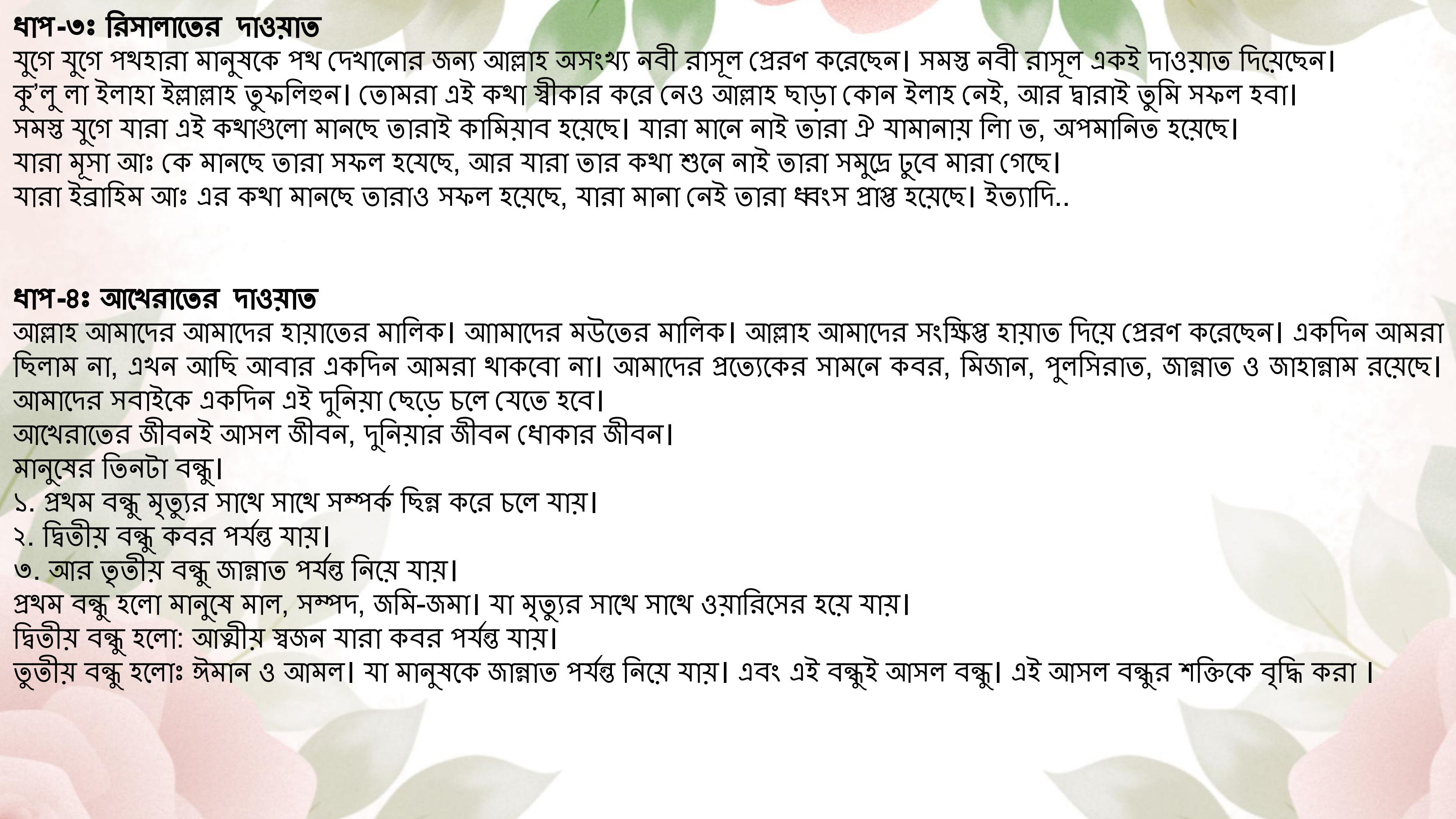
এক মুসলামন আর মুসলমানের সাথে দেখা সাফাৎ করা কিংবা মোসাফার দ্বারা গোনাহ মাকুফ হয়। তাছাড়া এক মুসলমানের উপর আর এক মুসলমানের উপর ২ টি হক রয়েছে।

১. যখন কাছে থাকবে তখন দেখা সাফাৎ করা, খোজ খবর নেওয়া, ঈমানী আলোচনা করা।

২. যখন দূরে থাকবে তখন দোয়া করা। যেমন আমরা ফিলিস্তিনের মুসলমানের জন্য দোয়া করি। কাশ্মীরের মুসলমানের জন্য দোয়া করি।

ধাপ-২: আল্লাহর একত্ববাদ বা বড়ত্ব বা ঈমানের দাওয়াত

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ আমাদের রিজিক দেন। আল্লাহ আমাদের সুস্থ রেখেছেন। গাভীর ক্ষমতা নেই দুধ দেওয়ার বরং আল্লাহর হুকুমেই হয়। গাছ ফল দিতে পারে না, যদি আল্লাহ হুকুম না দেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

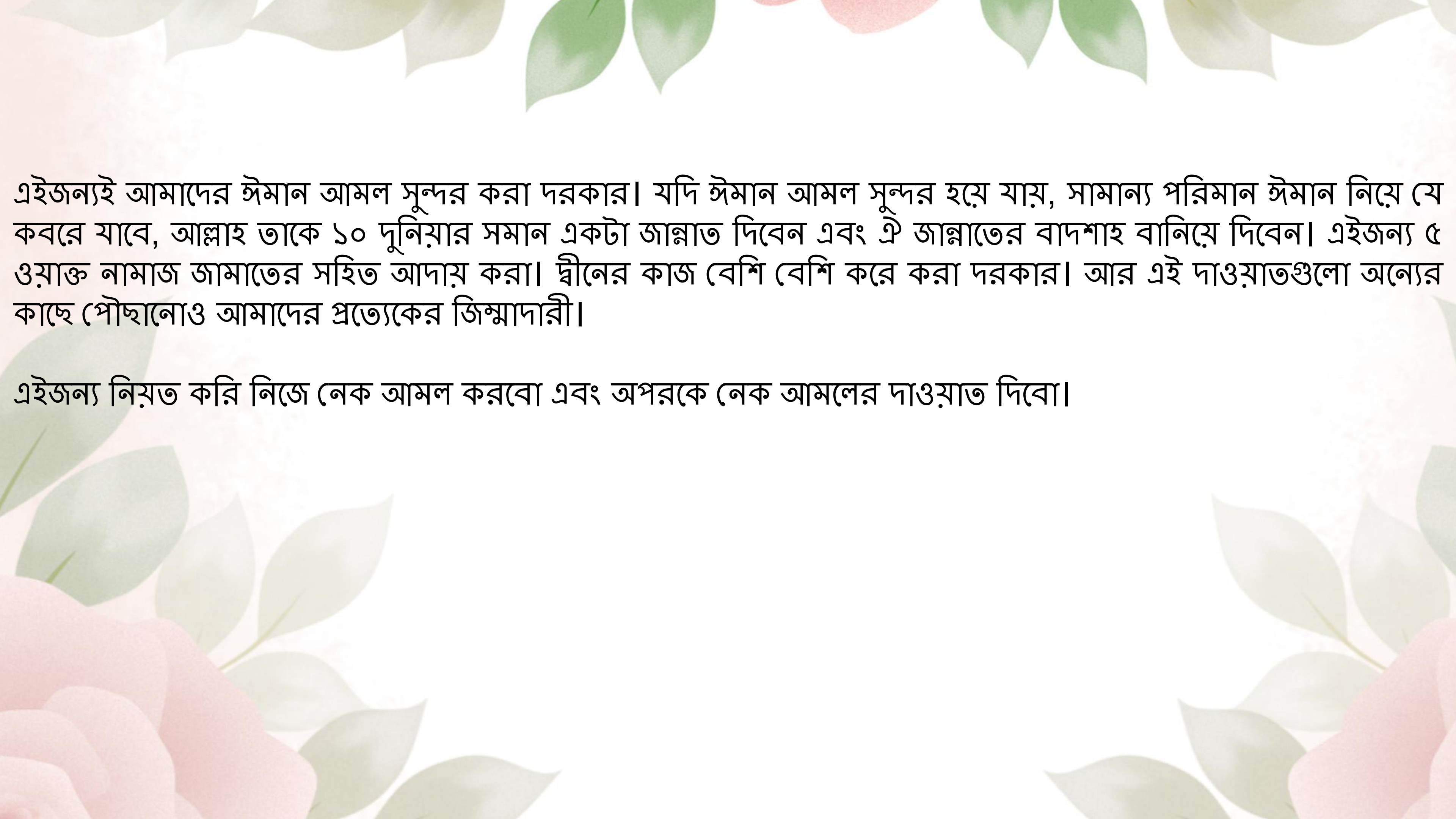


ধাপ-৩ঃ রিসালাতের দাওয়াত

যুগে যুগে পথহারা মানুষকে পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। সমস্ত নবী রাসূল একই দাওয়াত দিয়েছেন।
কু'লু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তুফলিহন। তোমরা এই কথা স্বীকার করে নেও আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর দ্বারাই তুমি সফল হবা।
সমস্ত যুগে যারা এই কথাগুলো মানছে তারাই কামিয়ার হয়েছে। যারা মানে নাই তারা ঐ যামানায় লি ত, অপমানিত হয়েছে।
যারা মুসা আঃ কে মানছে তারা সফল হয়েছে, আর যারা তার কথা শুনে নাই তারা সমুদ্রে ঢুবে মারা গেছে।
যারা ইব্রাহিম আঃ এর কথা মানছে তারাও সফল হয়েছে, যারা মানা নেই তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। ইত্যাদি..

ধাপ-৪ঃ আখেরাতের দাওয়াত

আল্লাহ আমাদের আমাদের হায়াতের মালিক। আমাদের মউতের মালিক। আল্লাহ আমাদের সংক্ষিপ্ত হায়াত দিয়ে প্রেরণ করেছেন। একদিন আমরা ছিলাম না, এখন আছি আবার একদিন আমরা থাকবো না। আমাদের প্রত্যেকের সামনে কবর, মিজান, পুলসিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম রয়েছে।
আমাদের সবাইকে একদিন এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে।
আখেরাতের জীবনই আসল জীবন, দুনিয়ার জীবন ধোকার জীবন।
মানুষের তিনটা বন্ধু।
১. প্রথম বন্ধু মৃত্যুর সাথে সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যায়।
২. দ্বিতীয় বন্ধু কবর পর্যন্ত যায়।
৩. আর তৃতীয় বন্ধু জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যায়।
প্রথম বন্ধু হলো মানুষের মাল, সম্পদ, জমি-জমা। যা মৃত্যুর সাথে সাথে ওয়ারিসের হয়ে যায়।
দ্বিতীয় বন্ধু হলো: আত্মীয় স্বজন যারা কবর পর্যন্ত যায়।
তৃতীয় বন্ধু হলোঃ ঈমান ও আমল। যা মানুষকে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যায়। এবং এই বন্ধুই আসল বন্ধু। এই আসল বন্ধুর শক্তিকে বৃদ্ধি করা ।

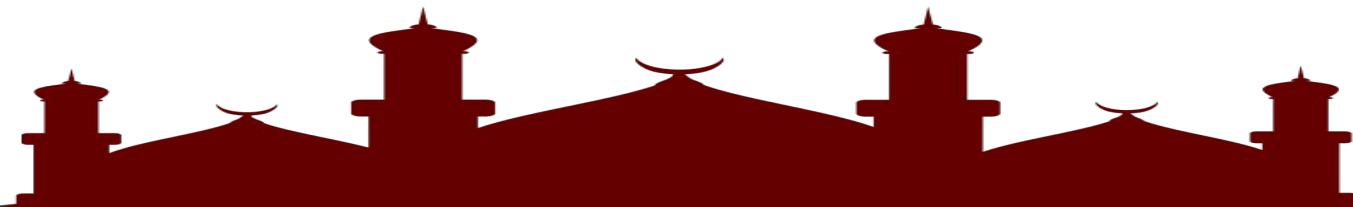


এইজন্যই আমাদের ঈমান আমল সুন্দর করা দরকার। যদি ঈমান আমল সুন্দর হয়ে যায়, সামান্য পরিমাণ ঈমান নিয়ে যে কবরে যাবে, আল্লাহ তাকে ১০ দুনিয়ার সমান একটা জান্নাত দিবেন এবং ঐ জান্নাতের বাদশাহ বানিয়ে দিবেন। এইজন্য ৫ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সহিত আদায় করা। দ্বীনের কাজ বেশি বেশি করে করা দরকার। আর এই দাওয়াতগুলো অন্যের কাছে পৌছানোও আমাদের প্রত্যেকের জিন্মাদারী।

এইজন্য নিয়ত করি নিজে নেক আমল করবো এবং অপরকে নেক আমলের দাওয়াত দিবো।

পার্ট-০২

হোস্টেলে দাওয়াত দেয়ার নমুনা পদ্ধতি



হোস্টেলে দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি

ধাপ-1 ভালো সম্পর্ক তৈরি করা।

প্রথম বর্ষে নতুন স্টুডেন্টরা ভর্তি হওয়ার পরপরই তাদের সাথে সম্পর্ক করা। জুনিয়রদেরকে বিভিন্নভাবে হেল্প করা।

১। প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার পর সাধারণত নতুন স্টুডেন্টরা পড়াশোনা এবং রেজাল্ট নিয়ে খুব চিন্তিত থাকে। তাদেরকে ভালো রেজাল্ট করার পরামর্শ দেওয়া

২। তাদেরকে নোট সংগ্রহ করে দেওয়া বই সংগ্রহ করে দেওয়া কিংবা এ ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া।

অন্যদিকে যদি পুরাতন ব্যাচের প্রশ্নগুলো তাদের জন্য উপকার হয় এ বিষয়গুলো সংগ্রহ করার জন্য হেল্প করা।

৩। স্বাভাবিকভাবে প্রথম বর্ষ কেউ ভর্তি হওয়ার পরে বিভিন্ন বিষয়ে হতাশ থাকে। বিশেষ করে বাবা-মা ছেড়ে প্রথম বাইরে এসেছে। এজন্য তাদের সাথে মাঝে মাঝে গল্প করা তাদেরকে কাছে টানা তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা।

হোস্টেলে দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি

ধাপ-1 প্রথমেই তাদের কোনো ভুল না ধরা।

সে হয়তো পর্দা করছে না, হয়তো তার কারো সাথে রিলেশন থাকতে পারে, হয়তো সে কোন খারাপ আমলের সাথে জড়িত থাকতে পারে।

এগুলো শোনার জন্য আগ্রহ না দেখানো।

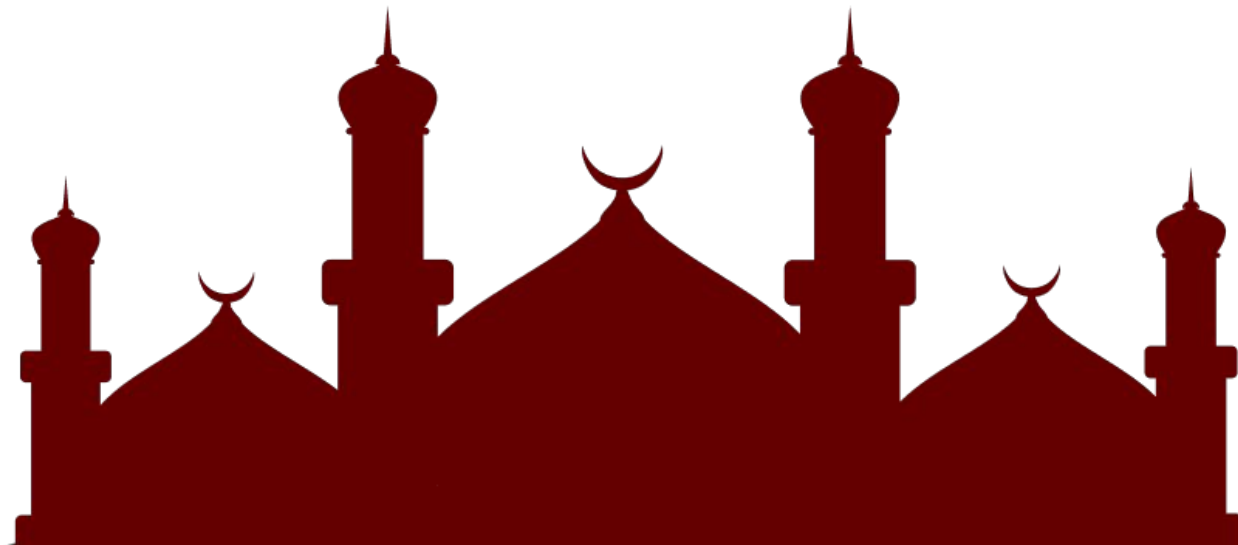
বরং প্রথমে তাকে ভালো সম্পর্ক হয়ে যাওয়ার পর তালিমের জন্য দাওয়াত দেওয়া। তাকে ফাজায়েলে আমল কিংবা ফাজায়েলে সাদাকাত কিংবা রিয়াদুসলিহিন এরকম কোন একটা বই হাদিয়া দেওয়া। এখান থেকে প্রতিদিন পাঁচ মিনিট করে তালিম করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা। মাঝে মাঝে নিজের রুমে নিয়ে এসে একসাথে তালিম করা।

আইওএম এর অনলাইন তালিমেও তাকে শরিক করানো যেতে পারে। কিংবা হলে যদি কোথাও মাস্তুরাতের তালিম হয় সেখানেও শরিক করানো যেতে পারে।

অর্থাৎ আসল কাজ হল তার মহলটাকে পরিবর্তন করে দেওয়া। অর্থাৎ সে যে পরিবেশে আছে তার বন্ধু বা বান্ধবীর সংখ্যা যাতে ভালো সংখ্যা বেশি হয়।

পার্ট-০৩

অমুসলিমদের দাওয়াত দেওয়ার
নমুনা পদ্ধতিঃ



১। সম্বোধন
ফাতিমা: আসসালামু আলা মানিতাবা আল হুদা।
পূজা: নমস্কার।
ফাতিমা: কেমন আছো, বোন?
পূজা: ভগবানের কৃপায় ভালো আছি।

২। সাদৃশ্য
ফাতিমা: বোন, আমাদের মধ্যে কেমন যেন একটা ভুল বোঝাবুঝি আছে। মুসলিমরা হিন্দু দেখলে দূরে দূরে থাকে হিন্দুরাও মুসলিম দেখলে দূরে দূরে থাকে। তোমার কপালে লেখা নেই হিন্দু, আমার কপালেও 'মুসলিম' লেখা নেই। তোমার শরীর কেটে গেলে লাল রক্ত বের হবে; আমার শরীর কেটে গেলেও একই রক্ত বের হবে। তোমার আমার মধ্যে যেমন পার্থক্য নাই, তোমার আমার মালিকের মধ্যেও ঠিক কোনো পার্থক্য নাই। তোমার আমার মালিক একজন-ই।
পূজা: তাই নাকি? কিন্তু আমি তো জানি আমাদের মালিক ভিন্ন ভিন্ন। তোমাদের মালিক আল্লাহ; আমাদের ভগবান।
ফাতিমা: না, বোন। আমাদের মালিক একজনই। আমাদের সবাইকে এক প্রভু-ই সৃষ্টি করেছেন। যদি তাই না হতো, তবে তোমার আমার ভিতরে অনেক পার্থক্য থাকতো। যেমন, তোমার দুটি চোখ, আমারও দুটি চোখ। তোমার একটি নাক, আমারও একটি। তাই হিন্দু, খ্রিষ্টান, মুসলিম- যেই হোক দুনিয়ায় সবার মালিক একজন।

৩। তাওহীদ
পূজা: আমাদের মালিক যে একজন তার প্রমাণ কী?
ফাতিমা: পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা ইখলাসে আছে-
‘কুল হু-আল্লাহু আহাদ’- বলো, মালিক একজন।
‘আল্লাহুস সমাদ’- মালিক কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।
‘লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ’- তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে তিনি জন্ম নেননি।
‘ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফওয়ান আহাদ’- আর তাঁর কোনো সমকক্ষ কিছুই নেই।
এই এক সূরায় একজন মালিক কেমন হবে তার সব তুলে ধরা হয়েছে। মালিকের কোনো বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী বা সন্তান থাকতে পারে না।
তুমি কি তোমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম জানো?
পূজা: আমি যতদূর জেনেছি- আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ।
ফাতিমা: ঠিকই জেনেছ, বেদ। কিন্তু, তুমি কি কখনো বেদ দেখেছ বা পড়েছ? তোমাদের বাসায় কি বেদ আছে?
পূজা: না, আমার বাসাতে বেদ নেই; কিন্তু, গীতা আছে। বাবা বলেছেন- কলিযুগে গীতা-ই মুক্তির সহজ ও প্রধান উপায়।
ফাতিমা: গীতা মূলত মহাকাব্য ‘মহাভারত’-এর অংশ। এটি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরুর আগে কৃষ্ণ ও পাণ্ডব রাজকুমার অর্জুনের কথোপকথন।
বেদের ৪টি অংশ।

১. ঋগ্বেদ
২. সামবেদ
৩. যজুর্বেদ
৪. অথর্ববেদ

তোমাদের ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদের ৩২ অধ্যায়ে আছে-

১. না তাস্তে প্রতিমা আস্তি
অর্থাৎ ঈশ্বরের কোনো প্রতিমূর্তি নেই।
ভগবৎ গীতার ৭ম অধ্যায়ে আছে-
যারা নিজের বিবেক বুদ্ধি হারিয়েছে তারাই মূর্তি পূজা করে।
বেদের ‘ব্রহ্ম সূত্র’ তে আছে-
একম ব্রহ্মা দ্বৈত্য নাস্তি নহিনা নাস্তি কিঞ্চন
অর্থাৎ ঈশ্বর বা মালিক বা সৃষ্টিকর্তা একজন দ্বিতীয় জন নেই, নেই নেই সামান্যও নেই।
আরও আছে (ঋকবেদ ২;৪৫;১৬)
তিনি একজন; তাঁর-ই উপাসনা কর।

৫। শির্ক

ফাতিমা: আচ্ছা! বোন, তুমি কি মূর্তি পূজা পছন্দ করো?

পূজা: দিদি! আমার বাপ-দাদারা সবাই করে; তাই, আমিও করি। কিন্তু বেদে এ ব্যাপারে কী বলা আছে তা কেউ আমাকে কখনো শোনায়নি। তাছাড়া, ধর্ম আমাদেরকে বেদ পড়তে অনুমোদন দেয় না। আমাদের হিন্দু ধর্মে বেদ শুধু ব্রাহ্মণগণ পড়তে পারে।

ফাতিমা: কুরআন ও তোমাদের ধর্মগ্রন্থ- দুটোতেই মূর্তি পূজা থেকে বিরত থাকার বিধান রয়েছে।

কুরআনে আছে-

লা তুশরিক বিল্লাহ- আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন (শির্ক) করো না।

ইল্লাশ শিরকা লায়ুলমুন আযীমুন- নিশ্চয়ই শির্ক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম।

তোমাদের ধর্মগ্রন্থ যজুর্বেদ- অধ্যায়: ৪০-এর ৯ নং শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে:

অন্ধঃ তমঃ প্রবিশন্তি যেহসংভূতিমুপাসতে।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সঙ্কৃত্যাঃরতাঃ

অর্থ: তারা অন্ধকার নরকে প্রবেশ করে যারা প্রাকৃতিক বস্তুর পূজা করে (যেমন আগুন, পানি, বাতাস ইত্যাদি)। তারা আরো অন্ধকারে প্রবেশ করে যারা মানুষের তৈরি বস্তুর পূজা করে (যেমন: চেয়ার, টেবিল, মূর্তি ইত্যাদি)।

অন্যদিকে,

গীতার ১০ম অধ্যায়ের ৩ নং শ্লোকে আছে-

তারা হচ্ছে বস্তুবাদী লোক, তারা উপদেবতার উপাসনা করে; তাই তারা প্রকৃত স্রষ্টার উপাসনা করে না।

৯। রিসালাত

ফাতিমা: আচ্ছা তুমি কি জানো নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) তোমারও নবী, আমারও নবী?

পূজা: তাই নাকি!

ফাতিমা: 'কল্কি পুরান' নামে তোমাদের একটি কিতাব আছে, সেখানে ৪টি যুগের কথা উল্লেখ আছে।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং সর্বশেষে কলি যুগ। সত্য যুগের অবতার মৎস্য, নৃসিংহ (মানব-সিংহ)। ত্রেতা যুগের অবতার রাম। দ্বাপর যুগের অবতার কৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ। প্রত্যেক যুগেই তোমাদের ধর্ম মতে কোন না কোন অবতার এসেছেন। বলা তো, এখন কোন যুগ চলে?

পূজা: কলি যুগ।

ফাতিমা: এই যুগের অবতারের নাম কী?

পূজা: কলিযুগের অবতার কল্কি-এতটুকু জানি। এখনও তিনি পৃথিবীতে আসেননি।

ফাতিমা: তোমাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী কলি যুগের কল্কি অবতারের নাম হলো 'নরাশংস'। শব্দটি সংস্কৃত ভাষার। যার বাংলা অর্থ 'প্রশংসিত মানব'। এর আরবি করলে দাঁড়ায় 'মুহাম্মাদ'। আমাদের শেষ নবীর নাম ছিল মুহাম্মাদ (সাঃ)।

কল্কি অবতারের মায়ের নাম 'সুমতি'; এটি সংস্কৃত শব্দ। যার বাংলা অর্থ 'নিরাপদ/ শান্তি'। এর আরবি অর্থ আমিনা।

আমিনা হলেন শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)- এর মায়ের নাম।

কল্কি অবতারের পিতার নাম 'বিষ্ণু যশা'। 'বিষ্ণু' অর্থ মালিক এবং 'যশা' অর্থ দাস। তাহলে, 'বিষ্ণু যশা'- এর বাংলা অর্থ দাঁড়ায় মালিকের দাস এবং আরবি অর্থ হয় আব্দুল্লাহ। আর আব্দুল্লাহ ছিলেন শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পিতা।

কল্কি অবতারের জন্মস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি 'শম্বল' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করবেন। 'শম্বল' সংস্কৃত শব্দ; যার বাংলা অর্থ 'শান্তির স্থান' আরবিতে হয় মক্কা। শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর জন্ম মাঘব মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশ তারিখ। যাকে আরবি ক্যালেন্ডার এ রূপান্তর করলে হয় 'রবিউল আউয়াল' এর দ্বাদশ তারিখ অর্থাৎ ১২ই রবিউল আউয়াল। যার সাথে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)- এর সাথে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। এছাড়া, আরো বলা হয়েছে তিনি ঘোড়ায় চড়ে তরবারি দ্বারা দুষ্টের দমন করবেন। যদি প্রশ্ন করা হয়, এখন কি আর তলোয়ারের যুগ আছে? উত্তর হবে- না। তাই কল্কি অবতার-ই হল আমার তোমার সবার নবী মুহাম্মাদ (সাঃ), যিনি ১৪০০ বছর আগে এসেছিলেন এবং আমাদের জন্য কুরআন ও হাদীস রেখে গেছেন।

পূজা: দিদি, তাহলে আমরা যার অপেক্ষা করছি তিনি এসে চলেও গিয়েছেন।

ধাপ-৪: আখেরাতের দাওয়াত

আল্লাহ আমাদের আমাদের হায়াতের মালিক। আমাদের মউতের মালিক। আল্লাহ আমাদের সংক্ষিপ্ত হায়াত দিয়ে প্রেরণ করেছেন। একদিন আমরা ছিলাম না, এখন আছি আবার একদিন আমরা থাকবো না। আমাদের প্রত্যেকের সামনে কবর, মিজান, পুলসিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম রয়েছে। আমাদের সবাইকে একদিন এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে।

The background of the slide features a soft, watercolor-style illustration of pink roses and green leaves. A dark red, ornate banner with a gold border is positioned horizontally across the middle. Inside this banner, the text "ANY QUESTIONS??" is written in a bold, yellow, serif font. Above the main banner, there is a smaller, similar dark red banner with a gold border, which is currently empty.

ANY QUESTIONS??

